উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিএনপি নেতা ভুট্টো বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ করায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো কে বহিষ্কার করেছে দল।

আজ শনিবার (৪ মে) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের বহিষ্কারের কথা জানানো হয় বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন জানিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দল থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমি এ বিষয়ে জেনেছি। এখনো কোনো চিঠি হাতে পাইনি। তবে এসব বিষয় মাথায় নিয়েই তো আমি নির্বাচনে নেমেছি।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে মেয়াদোত্তীর্ণ বিষে কৃষকের ফসল বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মো সেলিম নামের এক কৃষকের মেয়াদোত্তীর্ণ বিষ প্রয়োগের কারনে লক্ষাধিক টাকার ফসল বিনষ্ট

হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে কাবরান হোসেনের দোকান থেকে বিষ কিনেছেন। জমিতে দেওয়ার পর দেখেন বিষের মেয়াদ নেই তৎক্ষনাৎ দোকানদার কাবরান কে ফোন করতে তিনি মুঠো ফোনেই জানান ভালো জিনিস মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না আর বিষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আরো বেশি কাজ হয়।কোন সমস্যা হবে না দিয়ে দাও।

বিষ দেওয়ার কিছু দিনের মাথায় ভুক্তভোগী কৃষক সেলিম হোসেন দেখেন তার বিক্রয় উপযোগী বাধাকফি পচন লেগেছে এবং পোকায় খেয়ে ঝাঝরা করে দিয়েছে। দোকানদার কে এ বিষয়ে জানালে তিনি কোন প্রাকার গুরুত্ব না দিয়ে উল্টা হুমকি ধামকি প্রদর্শন করেন বলে জানাগেছে।

এ বিষয়ে কৃষক সেলিম জানান গত ধানের আবাদের সময় আমাকে খারাপ বিষ দিয়ে ৮২ শতক জমির ধান নষ্ট হয়েছে এক মন ধান ও আমি ঘরে তুলতে পারিনি। তখন আমাকে সবাই বল্লো যা হয়েছে হয়েছে কিছু করতে হবে না। সেবার আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু সেই একই কাজ আবার করেছে। এবার দুই জমি মিলিয়ে ২৭ কাঠা জমির বাধা কফি নষ্ট হয়ে গেছে। পোকায় খেয়েছে এবং পচে গিয়েছে।আমি যতগুলো বিষ দিয়েছে সব সিনজেনটা কম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল বিষ।বতলের যে বিষ গুলো দিয়েছে একটারও কোন উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ দেওয়া নেই।আমি মুর্খ মানুষ এতকিছু তো বুঝি না।এখন আমি জমি লিজ নিয়ে আবাদ করি, প্রতি বছর ৩০ হাজার টাকা লিজের টাকা দেওয়া লাগে।লোন করে আবাদ করেছি ভ্যান চালায় ভাত খায় এত ক্ষতি আমি কি করে সহ্য করবো।তাই আমি প্রশাসনের কাছে বিচার দাবি করছি। বর্তমানে আমি এই দুই আবাদ নষ্ট হওয়া তে একটা টাকাও ঘরে তুলতে পারিনি।উল্টো আমার ঋণের বোঝা মাথার উপরে।তাই

এবার আমি সহ্য না করতে পেরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পে একটি অভিযোগ করেছিলাম তার পরি প্রেক্ষিতে গাড়াবাড়ীয়া ২নং ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলামের কাছে সমাজ করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে আমি নাই।কারন আমার ধান আলু কফি দিয়ে ৩ লক্ষ টাকার উপরে ক্ষতি আমি আবাদ করতে যেয়ে ঋনের মধ্যে পড়ে গেছি আমি কি করবো আমি এখন হতাশ। আবার এই অভিযোগ দিয়েছি বলে সে হালখাতা পাঠিয়েছে ৬৭ হাজার ২৩০ টাকা আবার সমাজে বলছে ৮০ হাজার টাকা পাবো কিন্তু আমি নগদেই মালামাল ক্রয় করি কিছু হয় তো বাকি আছে আমি মানছি তাইবলে ৮০ হাজার টাকা তো বাকি নেই।এই নিয়ে আমাকে হুমকি ধামকি প্রদর্শন করছেন।বাড়ি থেকে গরু খুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। আমি এর

সঠিক বিচার চাই। সঠিক বিচার না পেলে ওই বিষ খেয়ে মরা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না।

এ বিষয়ে মেম্বর জিনারুল ইসলামের সাথে কথা বল্লে তিনি জানান এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পে অভিযোগ করেছিল সেলিম পরে আমাকে মিটমাটের প্রস্তাব দেয়। উভয় পক্ষের কথা শুনে আবাদে ক্ষতির কথা চিন্তা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।পরে সেলিম এটাকে মেনে নেয় নি। আবার দোকানদার ও এর বেশি টাকা দিবে না বলে জানিয়েছেন তাই এটা এই পর্যন্তই আছে।

এ বিষয়ে একই মাঠের কৃষক মাবুদ হোসেন জানান গরীব মানুষ কোন রকম দিন পাত চলে খেটে খেটে এত টাকার ফসল এই বিষের কারনে যে নষ্ট হলো এখন এই সেলিম কি করে জমির কন্টাক দিবে লোন দিবে। তার এর সুষ্ঠু বিচার হোক আমরাও চাই।

এ বিষয়ে কাওছার আলী জানান এই নষ্ট বিষের কারনেই এমন ক্ষতি হয়েছে। এমন নিকৃষ্ট তম কাজে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন সহল।

বিচার না পেয়েও হুমকির ধামকির মধ্যে দিয়ে দিন পার করছে বলে জানান কৃষক সেলিম। তার দাবি আমার সুষ্ঠু বিচার হোক আমার কেউ নেই বলে আমাকে উঠিয়ে দেবার ও হুমকি দিচ্ছে। আমি গরীব বলে কি আমি বিচার পাবো না। যদি বিচার না পাই তাহলে এই বিষ খেয়েই জীবন শেষ করে দিব সকলকে স্বাক্ষী রেখে। তাই আমি আইনের সকলের কাছে বিচার দাবি করছি। আমাকে একটা সুষ্ঠু বিচার করে দেন সকলে।

গাংনীতে মানব সেবায় ছাত্রলীগ নেতা অনিক

করোনা দূর্যোগের সময় থেকে অক্সিজেন, ঔষধ সরবরাহ, অসহায়দের মাঝে খাদ্য সহায়তা, সচেতনতা কার্যক্রম, মাস্ক বিতরণ করে আসছেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মো: আসিফ ইকবাল অনিক।

প্রতিষ্ঠা করেছে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক।
গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আসিফ ইকবাল অনিক প্রায় প্রতিদিনই অসহায় রুগীদের সেবা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এছাড়া ভর্তি রুগীদের পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতা করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, বৃক্ষ রোপন, শরবত ও পানি পান, করোনা দূর্যোগ সহ জনগনের নানা সমস্যায় পাশে থেকে সেবা করা অত্যান্ত মানবিক ও ভালো কাজ। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইবাল অনিক মানব সেবায় যে কাজ করছে এটা সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর রুম্মন আহমেদ প্রতীক বরাদ্দ করেন।

এ সময় চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক-আনারস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম শফিকুল আলম-কাপ পিরিচ, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো-কৈই মাছ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল-হেলিকপ্টার, উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক লায়লা আরজমান বানু -দোয়াত কলম, আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম জুয়েল-ঘোড়া, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন-মোটরসাইকেল ও আওয়ামী লীগ কর্মী মুকুল আহমেদ-শালিক পাখি।

ভাই চেয়ারম্যান পদে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মিঠু-তালা, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন-টিউবওয়েল এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম-চশমা প্রতিক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুব মহিলা লীগ নেত্রী ফারহানা ইয়াসমিন-হাঁস, নাসিমা খাতুন-ফুটবল এবং জাকিয়া আক্তার আলপনা-কলস প্রতীক পেয়েছেন।

চেয়ারম্যান পদে একই প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করায় লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গাংনী উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জনসহ মোট ১৪ প্রার্থী প্রতীক নিয়ে আজ থেকে মাঠে লড়বেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে শুধুমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপি নেতা। বাকি ১৩ জন প্রার্থী আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ২ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
এরা হলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।
জানা গেছে, গাংনী উপজলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আটজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকলেন।

এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান ৩ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। চেয়ারম্যান পদে উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক লায়লা আরজুমান বানু শিলা, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড: রাশিদুল হক জুয়েল, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন ও মহিবুল ইসলাম মুকুল।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে দেলোয়ার হোসন মিঠু, ফারুক হাসান ও রেজাউল করিম। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জাকিয়া আক্তার ও নাছিমা খাতুন প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

দ্বিতীয় দফায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে আগামি ২১ মে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌণ হয়রানির অভিযোগ

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর অভিভাবকরা যৌণ হয়রানির অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার পাইনি। বরং অভিভাবকদের উপর জোর প্রয়োগ করে, হামকী ধামকি দিয়ে অভিযোগ তুলে নেয়ার পায়তারা করছে ওই শিক্ষক।

পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানোর সময় বুকের সাথে চেপে ধরে আদর, স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়াসহ বিভিন্নভাবে যৌণ হয়রানি করার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষক মাহাবুব উল আলম কাজলের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন কয়েকজন

অভিভাবক।

লখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত নানা অজুহাতে তদন্ত করেনি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন। এদিকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিরব ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী।

লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মাহবুবুল হক কাজলের শাস্তির দাবি করেছেন অভিভাবকরা।

এদিকে এই ঘটনার পরপরই তার শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন ওই বিদ্যালয়ের অভিভাবকসহ এলাকাবাসী। তবে, ঘটনার পরপরই মোবাইল ফোন বন্ধ করে পালিয়ে যান শিক্ষক কাজল।

গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী এক ছাত্রীর পিতা মকবুল হোসেন গত রবিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর তার লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে আরো কয়েকজন অভিভাবক স্বাক্ষর করেন।

এদিকে অভিযোগ পত্রটির তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাছির উদ্দীনকে নির্দেশ দিয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

ভুক্তভোগী ছাত্রীর অভিভাবকগণের লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক মাহাবুব উল আলম কাজল প্রাইভেট পড়ানো, জ্যামিতি শেখানো ও পরীক্ষায় ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে ছাত্রীদেরকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় তার বাড়িতে প্রাইভেট পড়ান। প্রাইভেট পড়ানোর সময় ছাত্রীদের বিভিন্ন অজুহাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তার স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন। এমনকি ছাত্রীদের পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না তিনি। যৌণহয়রানির শিকার এসব শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে অন্য স্কুলে চলে যাওয়ার চিন্তা করছে। শিক্ষক কাজলের এহেন অপকর্ম এলাকার লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান। অভিভাবকদের অনেকেই তাদের সন্তানকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরিয়ে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

এবিষয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মাহাবুব উল আলম কাজলের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও মহাম্মদপুর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়া মোহাম্মদ আহসান মাসুম বলেন, কাজল মাস্টারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগের কথা শুনেছি। তবে এটাও শুনেছি সে নাকি বিষয়টি আপোষ করে ফেলেছে।

নব শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বড় বামন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, বিষয়টি ন্যাক্কারজনক। ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে অথবা দোষী প্রমাণিত হলে তার অবশ্যই বিচার হোক সেটা আমি চাই। সেই সাথে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বা তার পরিবারের পক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর থেকে আমাকে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যথাযথভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
তবে ওই অভিযোগ তুলে নেয়ার জন্যে গতকাল সোমবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আরো একটি আবেদনপত্র দাখিল করা হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনাটির আসল রহস্য উন্মোচন করে প্রকৃত দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফারুকের জনসংযোগ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও জনসংযোগ করেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী

ফারুক হোসেন।

আজ বিকেল ৫ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড সহগলপুর থেকে আসন্ন ৬ষ্ঠ বারের মত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে ফারুক হোসেন জনগনের সাথে গনসংযোগ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর নবীর উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মহাদ্দেস আলী, শামীম হোসেন সহ ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় সহগলপুর গ্রাম থেকে জনসংযোগ শুরু কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের জনগনের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা জানিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফারুক হোসেন জানান, আমি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা থেকে টাকা উপার্জন করে যতটুকু পেরেছি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ছোট বেলা থেকেই মানবিক কাজে এগিয়ে যেতে পছন্দ করতাম সেই সুবাদে মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়েছি। যাতে করে মানুষের পাশে থাকার জন্য এই দায়িত্ব আমাকে দায়বদ্ধতায় পরিনত করে।আগামী তে জনগন আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে আমি জনগনের সাথে এবং পাশে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

গাংনীতে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

সায়েন্স স্কোয়াড গাংনীর আয়োজনে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিআর লাইসিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ অলিম্পিয়াড।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নারী নেত্রী ও বি আর লাইসিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে এবং দৈনিক লাখোকন্ঠের জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ

আলী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বি এম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, ধানখোলা টেকনিক্যাল এন্ড বি এম কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান শিলন, বঙ্গবন্ধু কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বিআর লাইসিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য বশির আহমেদ, বিআর লাইসিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক বাদশা মিয়া

সকালে শিক্ষার্থীদের স্পট রেজিষ্টেশন, রিপোর্টিং, উদ্বোধনী পর্ব ও বক্তব্য, ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের পরীক্ষা, স্পট কুইজ ও রুবিক্স প্রতিযোগিতা এবং চুড়ান্ত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় ।

অনষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সায়েন্স স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য ফেরদৌস আল আমিন । অনুষ্ঠানে শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শাহরিয়ার ইমন রেজা। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম সদস্য আফ্রিদি আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪৫০ শিক্ষার্থী রেজিষ্ট্রেশন ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ক্যাটাগরি এ তে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম ক্যাটাগরি বি ৯ম থেকে ১০ম এবং ক্যাটাগরি সি একাদশ থেকে দ্বাদশ এ পুরষ্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া স্পট কুইজ সহ একাধিক ইভেন্টে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আহমেদ আলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন,বিজ্ঞান ভীতি দুর করতে এবং ফিজিক্সের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড শিক্ষার্থীদের উপকার হবে জানান। তিনি গাংনী তথা মেহেরপুর কে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র বিতরণ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে “উন্নয়নে যুব সমাজ”কার্যক্রমের আওতায় “স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো” শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকালের দিকে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে এ প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ রমজান আলী, গাংনী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল লতিফ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রাকিবুল ইসলাম।

পরে অষ্টম ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্ৰহনকারী ২০০ জনকে প্রশিক্ষণের সনদ প্রদান করা হয়।

প্রখর রোদে ভ্যান রিকসা চালক ও হতদরিদ্রদের মাঝে ছাতা বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভ্যান, রিক্সাচালক ও গরীব মানুষের মাঝে ৭০০ ছাতা বিতরণ করেছেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫এপ্রিল) সকাল থেকে গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডসহ শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে চলন্ত রিকসা, ভ্যান, আলগামন, নসিমন করিমন ও শ্রমজীবি নিরন্ন মানুষের হাতে ছাতা তুলে দেন তিনি।
এসময় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা তানভীর ইসলাম উজ্জল, শ্রমিকলীগ নেতা মিজানুর রহমান মজনু, জিয়াউল ইসলাম, শাহিনুজ্জামান মিলনসহ

অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন, এই প্রখর রোদ আর ভ্যাপসা গরমে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যারা খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ। বিশেষ করে ভ্যান, রিকসা, আলগামন, নসিমন করিমন চালক, দিন মজুর, কৃষক এই রোদে কষ্ট করছেন সামান্য সহযোগীতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রচেষ্টা। শহরে ঘুরে ঘুরে আমি যাদের পেয়েছি তাদের হাতে উপহার সরুপ একটা করে ছাতা তুলে দিয়েছি। যাদের অর্থ আছে, তাদেরও উচিৎ ছিন্নমূল মানুষদের কল্যানে এগিয়ে আসা।

গাংনী উপজেলা শহরের কয়েকজন রিকসা চালক ছাতা পেয়ে শাহিদুজ্জামান শিপুর ছাতা পেয়ে তাকে প্রান খুলে দোওয়া করে বলেন এ শিপু জনতার।

উল্লেখ্য শাহিদুজ্জামান শিপু দেশে করোনা ভাইরাসের শুরু থেকেই গরীব ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী থেকে শুরু করে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ, অসহায় দরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুহল চেয়ার বিতরণ করে কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন।